এক প্রবাসীর সাধ

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

মাগো মোদের ‘বাঁশ বাগানের মাথার উপর’ আর
চাঁদ কি ওঠে? লেবু ফুল কি ফোটে পুকুর পার?
আজো সেথায় জোনাক পোকা
জ্বালায় আলো থোকা থোকা?
ফুলের বাসে তোর চোখে মা ঘুম নামে কি আর?
আমার কথা হয়না মনে? বলতো মা একবার?

সেই যে কবে ঘর ছেড়েছি আনতে অনেক টাকা-
যার অভাবে ঘোরেনা মা এ সংসারের চাকা;
বাবার অষুধ, দাদার জরা,
বোনের বিয়ে, ভাইয়ের পড়া;
যখন তখন বাড়ীওয়ালার বাড়তি ভাড়া হাঁকা-
এসব দেখে বল তো মা তুই যায় কি বসে থাকা?

তাইতো মা তোর গয়না বেঁচে দালাল ধরে শেষে
এ পথ, ও পথ, সে পথ ঘুরে এলাম অন্য দেশে।
অবৈধ এক শ্রমিক আমি
ভয়ে কাতর দিবস যামী
রাত না হলে কাজ করিনা, ধরলে পুলিশ এসে
ঠিক জানি মা পুরবে জেলে, পাঠিয়ে দেবে দেশে।

মাগো বড় কষ্টে আছি, কি করবো তুই বল?
তোদের কথা মনে হলেই চক্ষে আসে জল।
এই অচেনা দেশের বুকে
কাটছে জীবন বেজায় দুঃখে-
হারিয়ে গেছে দল মেলা মোর স্বপ্ন শতদল-
ফুটছে নিতুই বুকের মাঝে ব্যথার নীলোৎপল।

ভেবেছিলেম সবার মত স্বাধীন দেশের বুকে
বাঁচবো সবাই হেসে খেলে, আনন্দে আর সুখে।
সেই ভাবনা মিথ্যে হবে-
দূরের বাদ্য হয়েই রবে,
আঁধার কেটে আসবেনা ভোর কাটবে জীবন দুঃখে-
বল দেখি মা ভাবছিল কেউ? বল হাত রেখে বুকে।

শুনছি নাকি দেশে এখন সন্ত্রাসীদের রাজ?
ফাটছে বোমা, মরছে মানুষ সোনার দেশে আজ?
নুনের দামে খুন পাওয়া যায়,
মুক্তি সেনা পালিয়ে বেড়ায়,
রাজাকার আজ দখল করে দেশের তখত ও তাজ
ধর্ম রাজ্য গড়ার স্বপ্নে করছে রন সাজ?

‘বাঁশ বাগানের মাথার উপর’ উঠলে আবার চাঁদ
আমার কথা ভাবিস মা তুই, ভুলিস অপরাধ।
থাকলে মাগো তোর ভাবনায়
এই প্রবাসের সব বেদনায়
তোর সোনামুখ ভাসবে মনে, ঘুচবে অবসাদ;
মা তুই আমায় রাখিস মনে, এইটুকু মোর সাধ॥

সিডনী, ২৬ আগস্ট, ২০০৫